মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেধাতালিকায় অনার্স নম্বরসহ পঞ্চম স্থান অর্জন করেন। তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বেশ কয়েকটি পেশাগত কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেছেন এবং স্বীকৃত আন্তর্জাতিক জার্নালে তাঁর একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ফিজিক্যাল মেডিসিনএর ছাত্র হিসেবে মাস্কুলোস্কেলেটাল ডিজঅর্ডার, স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি রিহ্যাবিলিটেশন, রিউম্যাটলজি এবং স্পোর্টস মেডিসিন তাঁর আগ্রহের বিষয়। বর্তমানে তিনি থিসিসের অংশ হিসেবে হাঁটুর অস্টিওআর্থাইটিস এর সাথে ভিটামিন-ডি এর সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করছেন। ডাঃ এহসান তাঁর ছাত্রজীবনে আন্তঃ ক্যাডেট কলেজ, আন্তঃ মেডিকেল কলেজ এবং জাতীয় টেলিভিশন পর্যায়ে বাংলা ও ইংরেজি বিতর্ক, উপস্থিত বক্তৃতা, আবৃত্তি, বানানও কুইজ প্রতিযোগিতায় কৃতিত্বের সাথে অংশগ্রহণ করেন। একজন চিকিৎসক এবং সরকারী কর্মচারী হিসেবে ডাঃ এহসান দেশের মানুষকে বিশ্বমানের চিকিৎসাসেবা প্রদান ও উদ্ভাবনী গবেষণার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে সক্রিয় অবদান রাখতে বদ্ধপরিকর।

রূপক কুমার সাহা
ভাস্কর্য বিভাগ
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

রূপক কুমার সাহার জন্ম বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি থানায়। সারিয়াকান্দি সরকারী উচ্চবিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক এবং সারিয়াকান্দি ডিগ্রী কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিকে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে ভর্তি হন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এর ভাস্কর্য বিভাগে। ২০১৮ সালে ভাস্কর্য বিভাগ থেকে বিএফএ শেষ করে একই বিভাগে এমএফএ শুরু করেন ২০১৯ সালে। স্নাতক এ ভালো ফলাফলের জন্য ২০১৯ সালে রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি এমএফএ দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যায়ন করছেন। তিনি ২০১৭ সাল থেকে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন সময়কে বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার জন্য কাজ করে আসছেন তার ভাস্কর্য চর্চার মধ্য দিয়ে। তার লক্ষ্য আধুনিক ভাস্কর্য চর্চায় সারা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, সেই সাথে বাঙ্গালী জাতির গৌরবময় ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী ভাস্কর্যসমূহ সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা।

প্রত্যাশা বিশ্বাস
কৃষি রসায়ন বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

প্রত্যাশা বিশ্বাস ১৯৯৭ সালে যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার জন্মগ্রহণ করেন। ছোট বেলা থেকেই তিনি পড়ুশুনা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। পঞ্চম শ্রেণী, অষ্টম শ্রেণী, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন এবং পেয়েছেন অসংখ্য পুরস্কার। প্রত্যাশা বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি বিষয়ে স্নাতকে ৩.৯৮ সিজিপিএ নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। বর্তমানে তিনি কৃষি রসায়ন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের জন্য জলাবদ্ধ এলাকার মানুষের অপুষ্টি সমস্যা সমাধানে স্থানীয় অপ্রচলিত খাবারের ভূমিকা নিয়ে গবেষণারত আছেন। প্রত্যাশা ভবিষ্যতে শিক্ষকতা ও গবেষণাকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে চান।

মো. খাইরুল ইসলাম
আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

মো. খাইরুল ইসলামের জন্ম বাগেরহাট জেলার মোরেলগঞ্জ উপজেলায়। তিনি মোরেলগঞ্জ উপজেলার উত্তর গুলিশাখালী মাদ্রাসা থেকে হিফজুল কুরআন সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে ঝালকাঠি এন,এস, কামিল মাদ্রাসা থেকে জিপিএ ৫.০০ পেয়ে দাখিল এবং ছারছীনা দারুসসুন্নাত কামিল মাদ্রাসা থেকে জিপিএ ৫.০০ পেয়ে আলিমে উত্তীর্ণ হন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে ধর্মতত্ত্ব অনুষদে ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জন করে আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হন। ২০১৯ সালে আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে অনার্সে ৩.৯৮ সিজিপিএ পেয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন এবং ধর্মতত্ত্ব অনুষদে সম্মিলিত রেজাল্টে প্রথম স্থান অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি একই বিভাগে মাস্টার্সে অধ্যয়নরত আছেন। তার লক্ষ্য বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শিক্ষা ভাবনা ছড়িয়ে দেওয়া ও মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে কাজ করা।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
বাড়ি নং-৪৪, সড়ক নং-১২/এ,
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন: ৮৮-০২-৫৫০০০৪২৩, ৮১৯২২০০
ই-মেইল: md@pmeat.gov.bd
ওয়েব: www.pmeat.gov.bd

ধাতু কিভাবে মানবদেহে রোগসৃষ্টি করছে-তা খতিয়ে দেখা। এরই পাশাপাশি ফার্মাকোজেনোমিকস, কোভিড-১৯ ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে বায়োইনফরম্যাটিকস ভিত্তিক কাজ করে তাঁর তিনটি গবেষনাপত্র বিভিন্ন স্বনামধন্য জার্নালে (ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর ৪+) প্রকাশিত হয়েছে। কানিজ ভবিষ্যতেও মৌলিক গবেষনাকাজের সাথে যুক্ত থেকে দেশের ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের স্বাস্থ্যখাতে অবদান রাখতে চান।

প্রীথুলা প্রসূন পূজা
দর্শন বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

প্রীথুলা প্রসূন পূজা জন্মগ্রহণ করেন ১৯৯৪ সালে। ২০১১ সালে বালিয়াকান্দি পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) এবং ২০১৩ সালে ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ ৫.০০ অর্জন করেন। প্রসূন ২০১৮ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ থেকে ৩.৮৮ পেয়ে স্নাতকে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং একই সাথে সমগ্র কলা ও মানবিকী অনুষদে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। বর্তমানে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে অধ্যয়নরত। ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্যভিত্তিক আইজি আই গোবালকর্তৃক তার একটি অধ্যায় "স্টোরি টেলিং এন্ড রিটোরিক অব রিউমার ইন সোশ্যাল মিডিয়া" প্রকাশিত হয়েছে। তিনটি অনুবাদ প্রবন্ধ প্রকাশনার পাশাপাশি "রিটোরিক্যাল সিগনিফিক্যান্স অব দ্য গ্রেট সেভেনথ মার্চ স্পিচ অব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান: হাও দ্য ক্যানন অফ রিটোরিক ফাংশন ত্থ্রু হিজ স্পিচ" এবং "রি থিংকিং মোরাল লাক উইদাউট রিজেক্টিং অর রেস্ট্রিক্টিং কন্ট্রোল প্রিন্সিপাল: এন ইথিক্যালইন কোয়ারি" শিরোনামে দুইটি গবেষণা প্রবন্ধ বর্তমানে আন্ডার-রিভিউ রয়েছে। প্রীথুলা বাংলা ও ইংরেজী দৈনিক জাতীয় ও ভারত ভিত্তিক আন্তর্জাতিক পত্রিকার সম্পাদকীয় পাতায় নিয়মিত লেখালেখি করেন। বিভিন্ন পত্রিকায় তার একাধিক ছোটো গল্প, ও কবিতা ও প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বেইজিং নরম্যাল ইউনিভার্সিটি ও ইন্টার্নাশনাল কনফুসিয়ান এসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত চীন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় "বিএনইউ ফিলোসফি সামারস্কুল ২০২১" এ "চেয়ার" হিসেবে মনোনীত হন এবং পূর্ণ স্কলারশিপ অর্জন করেন। একই প্রতিষ্ঠানের আয়োজনে আন্তর্জাতিক কনফারেন্স "চাইনীজ কালচার স্টাডিজ প্রোগ্রাম ফর গোবাল ইয়ং স্কলার ২০২০" এ একজন স্কলার হিসেবে মনোনীত হন। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনে যুক্ততাসহ তার সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্যে রয়েছে সঙ্গীত, বিতর্ক, মঞ্চাভিনয় ইত্যাদি। ভবিষ্যতে তিনি তার প্রোজেক্ট "শেখের উঠোন" এর মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল অসহায় শিশুকে জাতির পিতার আদর্শে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

শিক্ষা সবার অধিকার
উপবৃত্তি দেবে
শেখ হাসিনা সরকার

- প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট স্থাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্ভাবনী ধারণা, সানুগ্রহ অভিপ্রায় ও নির্দেশনা অনুযায়ী অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার নিমিত্তে সারা দেশের সকল স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে এবং প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ এর ৩ (১) উপধারার বিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট স্থাপন করা হয়। ট্রাস্ট আইনের ৭ (১) উপধারা অনুযায়ী ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান। এ আইনের ৮ (১) উপধারা অনুযায়ী ২৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি এবং ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর সদস্য সচিব।

বঙ্গবন্ধু স্কলার

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসাবে দেশের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের অনন্য মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ প্রদানের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের সমন্বিত উদ্যোগে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে 'বঙ্গবন্ধু স্কলার' নির্বাচন এবং বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত এ কার্যক্রমের আওতায় ১৩ (তের) টি বিভিন্ন অধিক্ষেত্রে ১৩ (তের) জন অনন্য মেধাবী শিক্ষার্থীকে সম্মাননা সনদ, ক্রেস্ট ও নগদ এককালীন ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকা বৃত্তি প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

কানিজ ফাতেমা
জিন প্রকৌশল ও জীবপ্রযুক্তি বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

কানিজ ফাতেমার জন্ম ও শৈশব কেটেছে নরসিংদী জেলায়। ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজ থেকে জিপিএ ফাইভ পেয়ে জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পাশ করেন তিনি। পরবর্তীতে ২০১৬ সালে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিন প্রকৌশল ও জীবপ্রযুক্তি বিভাগে, সেখানে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করে অনার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে একই বিভাগে থিসিস সহ মাস্টার্স করছেন তিনি। তাঁর থিসিসের বিষয় আর্সেনিক ও অন্যান্য ভারি

মো: আশিফুল ইসলাম
একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আশিফুল ইসলাম বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগে মাস্টার অফ বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন (এমবিএ) তে অধ্যয়নরত । তিনি একই বিভাগ থেকে ২০১৯ সালের স্নাতক (বিবিএ) পরীক্ষায় ৩.৯৪ সিজিপি এ নিয়ে বিভাগ ও অনুষদের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেন। এ ছাড়া যথাক্রমে ২০১৩ ও ২০১৫ সালের এস এস সি ও এইচএসসি উভয় পরীক্ষাতেই গোল্ডেন এ-প্লাসসহ বোর্ড মেধাতালিকায় স্থান অর্জন করতে সক্ষম হন। আশিফ শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন দেখেন এবং নিজেকে একজন আত্মবিশ্বাসী, সৎ, নমনীয়, দেশপ্রেমিক এবং সৃজনশীল ব্যক্তি হিসেবে দেখতে চান। তিনি গবেষণাকর্মের মাধ্যমে দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণের পাশাপাশি বহিঃ বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি করার তাগিদ অনুভব করেন।

শাহরিমা তানজিন অর্নি
আইন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শাহরিমা তানজিন অর্নি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জন করে ২০২০ সালে এলএলবি (অনার্স) শেষ করে। তিনি চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ থেকে ২০১৩ সালে এসএস সি ২০১৫ সালে এইচএসসি পাস করেন। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তিনি পড়াশুনার পাশাপাশি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সহপাঠ কার্যক্রমে যুক্ত ছিলেন। ২০১১ সাল থেকে তিনি নজরুল সংগীত ও লোক সংগীত বিভাগে জাতীয় শিশু কিশোর প্রতিযোগীতাসহ বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় থানা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়াও তিনি আন্ত ক্যান্টনমেন্ট বিতর্ক প্রতিযোগীতাসহ জেলা ভিত্তিক বিতর্ক প্রতিযোগীতায় বিজয়ী হয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালইয়ের আইন বিভাগের আন্তঃ বিভাগ মুট কোর্ট প্রতিযোগীতায় দুবার শ্রেষ্ঠ মুটার হওয়ার পাশাপাশি তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালইয়ের আইন অনুযোদ আয়োজিত মুনরো ই. প্রাইস মিডিয়া ল' মুট কোর্ট কম্পিটিশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। সম্প্রতি, ২০১৯ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে তিনি প্রথম আন্তর্জাতিক সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন ও দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' এন্ড পলিটিক্স রিভিউ এর এডিটর ইন চিফ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ইতোমধ্যেই দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন জার্নাল, ব্লগ ও পত্রিকায় তার গবেষণাধর্মী লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তার গবেষণা ক্ষেত্র আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ আইন, বিনিয়োগ পলিসি এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক আইন।

সামিহা নাহিয়ান
রসায়ন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সামিহা নাহিয়ান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে অধ্যয়নরত স্নাতকোত্তর পর্যায়ের একজন শিক্ষার্থী। তিনি ১৯৯৬ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকার শহীদ বীর উত্তম লেঃ আনোয়ার গার্লস কলেজ থেকে জিপিএ ৫.০০ পেয়ে এস.এস.সি. এবং আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ থেকে জিপিএ ৫.০০ পেয়ে এইচ.এস.সি. ডিগ্রি অর্জন করেন। নিজ বিভাগে সর্বোচ্চ সিজিপিএ পেয়ে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে স্নাতক (সম্মান) সম্পন্ন করেন। স্নাতক শেষ বর্ষে তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল- ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে বসতবাড়ির অভ্যন্তরে বায়ু দূষণের মাত্রা, বিশেষতঃ পারটিকুলেট ম্যাটার দূষকের ঘনত্ব ও সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য ঝুঁকি পরিমাপন। তিনি দেশে ও দেশের বাইরে (জাপান, মালয়েশিয়া ও হংকং) বিভিন্ন কনফারেন্সে নিজের গবেষণাকর্ম উপস্থাপনের সুযোগ পেয়েছেন। সেই সাথে বায়ুমন্ডলীয় রসায়ন গবেষণা সংক্রান্ত চারটি আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন। সামিহা এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক বায়ুমন্ডলীয় গবেষক সংস্থা "মনসুন এশিয়া এন্ড ওশেনিয়া নেটওয়ার্কিং গ্রুপ"-র একজন সক্রিয় সদস্য। তাঁর ব্যক্তিগত অর্জনের মধ্যে রয়েছে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ২০২০-২১ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে "ডক্টর আব্দুল জব্বার মিয়া স্মৃতি বৃত্তি- ২০১৮" ও "ভাষা শহীদ নূরুল হক মিয়া স্মৃতিবৃত্তি- ২০১৮" প্রাপ্তি। ব্যক্তিগত জীবনে সামিহা নাহিয়ান একজন আত্মবিশ্বাসী, নৃভপ্রত্যয়ী, সময়ানুবর্তী, দায়িত্বশীল ও কর্মঠ নারী। তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য- বঙ্গবন্ধুর চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে নিজেকে বাংলাদেশের একজন সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ও দেশবাসীর জন্য নিরাপদ ও দূষণমুক্ত পরিবেশ গঠনে ভূমিকা পালন করা।

মোহাম্মদ মুনতাসির হাসান
ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

মোহাম্মদ মুনতাসির হাসানের জন্ম ঢাকায়। সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ থেকে এসএসসি এবং ঢাকার নটরডেম কলেজ থেকে এইচএসসিতে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন ইলেক্ট্রিক্যাল এ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) বিভাগে। ২০১৯ সালে ইইই বিভাগ থেকে বিএসসি শেষ করে একই বিভাগে এমএসসি শুরু করেন। বর্তমানে এমএসসি এর পাশাপাশি লেকচারার হিসেবে বুয়েটের আইআইসিটিতে শিক্ষকতা ও গবেষণা করছেন। এর পূর্বে ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টস বাংলাদেশে (ইউল্যাব) ইইই বিভাগে লেকচারার হিসেবে এবং বুয়েটের (ইইই) বিভাগে খণ্ডকালীন লেকচারার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তার গবেষণার বিষয়বস্তু ন্যানো স্কেলে আলো ও পদার্থের মিথষ্ক্রিয়া- বিশেষত ন্যানোফোটোনিক্স, অপ্টোইলেক্ট্রনিক্স এবং অপটিক্যাল সেন্সিং। তাঁর বিভিন্ন গবেষণাকর্ম তিনটি Q1 জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে এবং আরো দুটি রিভিউয়ে আছে। এছাড়াও রয়েছে চারটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স পেপার এবং 'আলো' নামে বিজ্ঞান বিষয়ক একটি বই ২০১৯ সালে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ইনস্টিটিউট অফ ইলেক্ট্রিক্যাল এ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার্স (IEEE) এর ইলেক্ট্রন ডিভাইস সোসাইটির (IEEE-EDS) বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের ট্রেজারার হিসেবে কাজ করছেন এবং আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির (ACS) সদস্য। তার লক্ষ্য বাংলাদেশে মৌলিক ও ফলিত গবেষণার (থিওরেটিক্যাল এবং এক্সপেরিমেন্টাল) জন্য একটি বিশ্বমানের ইনস্টিটিউট তৈরি করা যেখানে বাংলাদেশের মেধাবী শিক্ষার্থীরা কাজ করতে পারবেন।

ফারিহা তাসনীম
ক্লিনিক্যাল ফার্মেসী ও ফার্মাকোলজি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফারিয়া তাসনীমের জন্ম ও বেড়ে ওঠা রাজধানী ঢাকায়। রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে কৃতিত্বের সাথে এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী বিভাগে ভর্তি হন। ৩.৯৭ সি.জি.পি.এ নিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে অনার্স শেষ করা ফারিয়া পড়াশোনার পাশাপাশি নিয়মিত অংশ নিয়েছেন বিভিন্ন ফার্মা ফেস্টিভ্যাল, প্রতিযোগিতা, দক্ষতা উন্নয়ন কর্মশালা ও ট্রেইনিংয়ে। বর্তমানে ক্লিনিক্যাল ফার্মেসী ও ফার্মাকোলজি বিভাগে এম. ফার্ম (মাস্টার্স) অধ্যয়নরত ফারিয়ার অবসর কাটে গল্পের বই পড়ে, দেশ-বিদেশের চলচ্চিত্র দেখে কিংবা শখের আঁকাআঁকিতে। ভাল ফলাফলের সুবাদে বিভিন্ন সময়ে সম্মানজনক নানা বৃত্তি অর্জন করেছেন, যার মধ্যে "বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল সোসাইটি (BPS) বৃত্তি", "বদরুন্নেসা গফুর মেমোরিয়াল ট্রাস্ট বৃত্তি" ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। খাদ্যের সাথে প্রচলিত ঔষধের মিথষ্ক্রিয়া নিয়ে করা তার মৌলিক গবেষণা প্রকাশিত হয় Dhaka University Journal of Pharmaceutical Sciences (DUJPS) এ।

ফারিহা তাবাসসুম
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফারিহা তাবাসসুমের জন্ম ১৯৯৮ সালে নরসিংদী জেলার সদর উপজেলায়। ঢাকার ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা থেকে দাখিল ও আলিম পরীক্ষায় তিনি মাদরাসা বোর্ডে যথাক্রমে ৯ম ও ১০ম স্থান অর্জন করেন। পড়াশোনার পাশাপাশি সে তিলাওয়াত, আবৃত্তি, রচনা, বিতর্কসহ নানাবিধ সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক পর্যায়ে অধ্যয়নকালে ৮টি সেমিস্টারের প্রতিটিতেই সর্বোচ্চ সিজিপিএ প্রাপ্ত ফারিহা প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন তিনি গবেষণা সংক্রান্ত ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বেশ কিছু কনফারেন্সে অংশগ্রহণ ও গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়নরত থাকাকালীন ফারিহা ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত মিশিগানস্টেট ইউনিভার্সিটিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের পিএইচডি প্রোগ্রামে পূর্ণবৃত্তি ও গ্রাজুয়েট এ্যাসিসট্যান্টশিপসহ ভর্তির সুযোগ লাভ করেন।

মো: নাজমুজ্জামান সিফাত
শিক্ষা ও গবেষনা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মো: নাজমুজ্জামান সিফাতের জন্ম বাংলাদেশের সর্বোত্তরের জেলা পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলার ময়নাগুড়ি গ্রামে। ময়নাগুড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় উপজেলায় প্রথম হয়ে মাধ্যমিকে ভর্তি হন পঞ্চগড় বিপি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে। এরপর ঢাকার নটরডেম কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। দর্শন, শিক্ষা ও সঙ্গীতে তাঁর আগ্রহ। শিক্ষার প্রতি আগ্রহ থেকেই ভর্তি হন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে। সেখান থেকে কৃতিত্বের সাথে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেবি এন্ড (সম্মান) শেষ করেন। বর্তমানে একই ইনস্টিটিউটে মাস্টার্স করছেন বিজ্ঞান, গণিত ও প্রযুক্তি শিক্ষা বিভাগে। গবেষণা করছেন পদার্থ বিজ্ঞান শিক্ষা নিয়ে। ভ্রমণ প্রিয় সিফাত ভালোবাসেন দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াতেও নানান সংস্কৃতির মানুষের সাথে পরিচিত হতে। বাবা-মায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সিফাত শিক্ষক হতে চান। তিনি শিক্ষাদর্শন নিয়ে লেখালেখি করেন, কাজ করতে চান শিক্ষাক্রম উন্নয়ন নিয়ে।

ডাঃ মোঃ এহসানুল আলম
ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগ,
ঢাকা মেডিকেল কলেজ

ডাঃ মোঃ এহসানুল আলম ঢাকা মেডিকেল কলেজের ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগে রেসিডেন্ট হিসেবে স্নাতকোত্তর এমডি (ডক্টর অব মেডিসিন) কোর্সের শেষ পর্বে প্রশিক্ষণরত রয়েছেন। একই সাথে তিনি করোনা মহামারীর সূচনালগ্ন থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কোভিড ইউনিটে চিকিৎসক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর জন্ম চট্টগ্রামে, গ্রামের বাড়ি কুষ্টিয়ায়। ফৌজদারহাট ক্যান্টেট কলেজ থেকে এসএসসি ও এইচএসসির পর এমবিবিএস সম্পন্ন করেছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে। ফাইনাল পেশাগত এমবিবিএস পরীক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ সকল